ঝিনাইদহ কোভিড হাসপাতালে হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা প্রদান

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদাণের জন্য ২ টি হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা মেশিন প্রদান করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগমের হাতে তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি এমপির পক্ষ থেকে মেশিন ২টি হস্তান্তর করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ডা. জাকির হোসেন, ডা. প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকীসহ নেতৃবৃন্দ।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, একটি সদর হাসপাতাল ও অন্যটি কোভিড হাসপাতালে স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে প্রতি মিনিটে ৭০ লিটার অক্সিজেন সাপ্লাই করা যাবে। করোনায় আক্রান্ত রোগিদের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে এই মেশিনের মাধ্যমে অক্সিজেন সাপ্লাই করলে মৃত্যুঝুকি কমবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুবলীগের বৃক্ষরোপন অভিযান

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও ঝিনাইদহ কলেজ এলাকায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দীকি সমির পক্ষে বৃক্ষরোপন ও বিতরণ করেন সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, ঝিনাইদহ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, অধ্যক্ষ বাদশা আলম, প্রভাষক কামাল হোসেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকী, ইকতিয়ার উদ্দিন,আশরাফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বন্যাকে সঙ্গী করেই চলছে বাংলাদেশ

বর্ষা আসে, সঙ্গে আসে বন্যা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ধেয়ে এসেছে বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ফসলের খেত, খামার। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, বৃষ্টির পানির তোড়ে ডুবে গেছে শহর, গ্রাম।

এ বছর আষাঢ় মাসেই দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। সেই পানি যেখান দিয়েই নেমে আসছে সেসব এলাকাই তলিয়ে গেছে পানির নিচে। নদীর তীব্র স্রোত দুই পাড় ভেঙে বিলীন করে দিচ্ছে ঘরবাড়ি, জনপদ। পানির তীব্র স্রোত বাঁধ ভেঙে ভাসিয়েছে ফসলের খেত। দেশের প্রায় সব নদীর পানি বেড়ে বিপত্সীমার ওপর দিয়ে বইছে। এখন পর্যন্ত ৩১টি জেলার প্রায় ৪০ লাখে বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ডুবে গেছে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা। এখন শ্রাবণ চলছে ফলে সামনে শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র পর্যন্ত যে আরো কয়েক দফা বন্যা হতে পারে সে আশঙ্কা রয়েই গেছে। গত বছর ২০১৯ সালে তো ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে অক্টোবরেও বন্যা হয়েছিল।

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩৯ হাজার ৯৪০ ব্যক্তি ও ১৯ হাজার গবাদিপশু মারা যায়। ১৩ কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়। বরিশাল, ভোলা ও মনপুরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮৭১ সালে রাজশাহী ও আরো কিছু জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়। শস্য, গবাদি পশুসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এটি ছিল রাজশাহীতে রেকর্ডকৃত এ যাবত্কালের সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা।

১৮৭৬ সালে বরিশাল ও পটুয়াখালী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেঘনা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ দশমিক ৭১ মিটার উঁচু হয়ে গলাচিপা ও বাউফলের ব্যাপক ক্ষতির হয়। ২ লাখ ১৫ হাজার মানুষের জীবনহানি হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে কলেরাতেও মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯১৫ সালে ময়মনসিংহে তীব্র বন্যা হয়। ১৮৫৯ সালে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে তিস্তা নদীর যে বন্যা হয়েছিল তার সঙ্গে সেই বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ছিল সমান।

১৯৫৪ সালের ২ আগস্ট ঢাকা শহর পানির তলে নিমজ্জিত হয়। ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২২ মিটার এবং ৩০ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে গঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.৯১ মিটার।

১৯৫৫ সালে ঢাকা জেলার ৩০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। বুড়িগঙ্গা ১৯৫৪ সালের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে ঢাকা জেলার অন্যতম প্রলয়ংকরী বন্যাটি হয় ৮ জুন। ১৫ সেপ্টেম্বর ৫২ ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে ঢাকা শহর প্রায় ১২ ঘণ্টা ১.৮৩ মিটার পানির নিচে তলিয়ে ছিল।

১৯৮৭ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে বন্যায় বড় ধরনের বিপর্যয় হয়। প্রায় ৫৭ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সারা দেশের ৪০ শতাংশ এর বেশিা)। এ ধরনের বন্যা ৩০ থেকে ৭০ বছরে একবার ঘটে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র একীভূত হওয়ায় নিচের অঞ্চল, খুলনা এবং মেঘালয় পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়।

১৯৮৮ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রায় ৮২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সারা দেশের

৬০ শতাংশ এর বেশি)। এ ধরনের বন্যা ৫০ থেকে ১০০ বছরে একবার ঘটে। বৃষ্টিপাত এবং একই সময়ে (তিন দিনের মধ্যে) দেশের তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ একই সময় মিলিত হওয়ার ফলে বন্যার এই প্রলয়ংকরী রূপ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরও প্লাবিত হয়। সেই বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৫ থেকে ২০ দিন।

১৯৯৮ সালের বন্যায় সারা দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা দুই মাসের অধিক সময় বন্যা কবলিত থাকে। বন্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী এ বন্যাকে ১৯৮৮ সালের বন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

সূত্র- ইত্তেফাক

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর খোলা চিঠি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে চিঠিটি পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

২ হাজার ৬৬৪ শব্দের খোলা চিঠিতে এই মুক্তিযোদ্ধা দেশের চলমান পরিস্থিতি, সংকট নিয়ে লিখেছেন। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঈদুল আজহার দিন গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে তাকে দেখতে যেতে বলেছেন। এমনটা করলে দেশের জনগণ খুশি হবে বলেও জানিয়েছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

চিঠির শুরুতে ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন, প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন নাগরিকের খোলা চিঠি।

অতীতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এই খোলা চিঠি লিখছি। আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কেউ না কেউ আমার এই খোলা চিঠিটি আপনার নজরে আনবেন এবং আমি একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাব। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই একজন নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৭৭২

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৯৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৭৭২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৭৭২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৬ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৯৬৫ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৩৩২ জন আর নারী ৬৩৩ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৮ জন এবং ৮১-৯০ বছরের একজন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩২ জন এবং বাড়িতে ৩ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ২৪ জন, চট্টগ্রামে ৫, খুলনায় ২, রংপুরে ৩, বরিশালে ২ এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৪৩২ জন, চট্টগ্রামে ৭২৬, রাজশাহী ১৭৪, খুলনায় ২০৮, বরিশালে ১১২, রংপুরে ১১১, সিলেটে ১৪০ এবং ময়মনসিংহে ৬২ জন মারা গেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

প্রাথমিকে শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়ানোর পরিকল্পনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়িয়ে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনির্ধারিত ছুটির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

সোমবার শিক্ষা বিট সাংবাদিকদের একাংশ আয়োজিত ‘করোনায় প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনারে তিনি এমন কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে গত চার মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা নানা ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। দীর্ঘ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় চলতি বছরের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অংশ থেকে এ সিলেবাস তৈরি করা হবে, গুরুত্ব কম হলে তা কমিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে। যদি এ সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় তবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে ক্লাস মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে চলতি বছরের শিক্ষাবর্ষ দুই মাস বাড়িয়ে তা আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নেয়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পদ্মা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

২৮ চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৮ চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এই চিকিৎসকদের সবাই ৩৯তম বিসিএসে নিয়োগপ্রাপ্ত। গতকাল রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা বদলির নোটিশ জারি করে। কাল মঙ্গলবার থেকে এই চিকিৎসকেরা নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন।

২৮ চিকিৎসকের মধ্যে নয়জনকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং অন্যদের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের মধ্যে নয়জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে, একজন ঢাকার সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ও ১৮ জন বসুন্ধরা আইসোলেশন সেন্টারে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন বেলাল হোসেন বলেন, এটা (বদলি) অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজ।

আগে বিমানবন্দরে যতজন চিকিৎসক ছিলেন, তাদের অন্যান্য জায়গায় পদায়ন করা হয়। কারণ, বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল না। এখন বিমানবন্দর থেকে চিকিৎসকের চাহিদা দেওয়া হয়েছে।

বসুন্ধরাতেও আগে প্রায় ২০০ চিকিৎসক দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অত চিকিৎসক প্রয়োজন নেই বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হলো। এই চিকিৎসকেরা কোভিড-১৯-এর চিকিৎসা দেবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে উন্নয়ন কাজ সাময়িক বন্ধ: ওবায়দুল কাদের

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য চলমান উন্নয়ন কাজ সাময়িক বন্ধ রাখতে আবারও নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি আজ তার সরকারি বাসভবন থেকে ঈদকে সামনে রেখে গাজীপুরের সড়ক বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে এ নির্দেশ দেন।

টঙ্গী হতে গাজীপুর চৌরাস্তা এবং বাইপাস, নবীনগর-চন্দ্রা, ভোগড়া-চন্দ্রা-কালিয়কৈর-এলেঙ্গা করিডোর পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ করার নির্দেশ দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, তাহলে ঘরমুখো মানুষের ভোগান্তি কম হবে।

ঈদের আগের ২দিন গাজীপুর এলাকার গার্মেন্টসগুলো ছুটি হওয়ায় যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায় তাই বিজেএমইর সাথে পরিকল্পনা করে বাড়তি চাপ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন